ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া رضي الله عنه

23-January-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদে পাকের ফযীলত

عَنۡ اَبِیۡ طَلۡحَۃَ الۡاَنۡصَارِیِّ قَالَ: اَصۡبَحَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ یَوۡمًا طَیِّبَ النَّفۡسِ یُرَی فِیۡ وَجۡہِہِ الۡبِشۡرُ قَالُوۡا یَا رَسُوۡلَ اللّٰہِ اَصۡبَحۡتَ الۡیَوۡمَ طَیِّبَ النَّفۡسِ یُرَی فِیۡ وَجۡہِکَ الۡبِشۡرُ قَالَ اَجَلۡ اَتَانِیۡ آتٍ مِنۡ رَبِّیۡ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنۡ صَلَّی عَلَیۡکَ مِنۡ اُمَّتِکَ صَلَاۃً کَتَبَ اللّٰہُ لَہٗ عَشۡرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنۡہُ عَشۡرَ سَیِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَہٗ عَشۡرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَیۡہِ مِثۡلَھَا۔

হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার সকাল বেলা আল্লাহর শেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারায় আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর কারণ জিজ্ঞেসা করলে তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক বার্তা পাঠিয়েছেন: হে মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার যে উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আমি তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করে দেব, ১০টি গুনাহ মুছে দেব, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেব এবং ততটুকু রহমত প্রেরণ করব। **(মুসনাদে আহমদ, ৫/৫০৯, হাদীস ১৬৩৫২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন;

নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নাতে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লুকিয়ো না...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইয়াকুব عَلَیۡہِ السَّلَام এর বংশধরদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়, সূরা বাকারার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন:

وَلَا تَلۡبِسُوا الۡحَقَّ بِالۡبَاطِلِ وَتَكۡتُمُوا الۡحَقَّ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۲﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করো না আর দেখে-জেনে সত্যকে গোপন করো না।

উক্ত আয়াতে বনী ইসরাঈলদের দু'টি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে: ১. সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করতে এবং ২. সত্যকে গোপন না করতে।

উক্ত আয়াতে করীমায় সত্য শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্থানে সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফাসসীরগণ বলেন: نَعۡتُ مُحَمَّدٍ فِی التَّوۡرَاۃِ অর্থাৎ এ স্থানে সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঐ গুণাবলী, যা আল্লাহ পাক তাওরাত শরীফে অবতীর্ণ করেছেন। **(হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরে জালালাইন, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪২, ১/৬৭)** অতএব বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে তাওরাতের প্রতি ঈমানের

দাবীদারগণ! আমি তাওরাত শরীফে আমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছি, আমার নবীর প্রশংসা তাওরাত শরীফে বর্ণনা করেছি, এখন তোমাদের উপর আবশ্যক হলো, তোমরা আমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশংসায় নিজের পক্ষ থেকে কোন মিথ্যা মিশ্রিত করবে না এবং আমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা গোপন করবে না! বরং যথাসম্ভব আমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশংসার চর্চা করো....!

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখান থেকে অনুমান করুন! কত সৌভাগ্যবান সেই মানুষগুলো, যারা মুস্তফার গুণাবলী ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন, আন্দোলিত হয়ে নাত পাঠ করেন, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নাতে মুস্তাফার প্রতি গভীর ভালোবাসা দান করুন।

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক তাওরাত শরীফে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এগুলো কখনো গোপন না করার বরং সেগুলোর আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার। আসুন! তাওরাত শরীফে অবতীর্ণ হওয়া একটি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী শ্রবণ করি!

তাওরাত শরীফ থেকে একটি নাতে মুস্তফা

ইমাম হাকীমের মুস্তাদরাকে হাদীসে পাক রয়েছে: মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা আমীরুল মু'মিনীন মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: একবার বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সে তাওরাতে লিখিত প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করল। সে বললো: হে

মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তাওরাত শরীফে আপনার গুণাবলী কিছুটা এরূপ রয়েছে: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَ مُهَاجَرُهٗ بِطَيْبَةَ وَ مُلْكُهٗ بِالشَّام মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, মক্কা শরীফ হবে তাঁর জন্মস্থান, তায়্যিবা হবে তার হিজরতের স্থান এবং সিরিয়া হবে তাঁর রাজত্বের স্থান।

(মুস্তাদরাক, ৩/৫২৬, হাদীস: ৪৩০০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এবার আমাদেরকে এই নাতে মুস্তাফাটি একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে, তাওরাত শরীফে বয়ান করা হয়েছে: ১. مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ অর্থাৎ জন্মস্থান মক্কা শরীফে, এটি একেবারেই সুস্পষ্ট যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২. তারপর ইরশাদ হয়েছে: مُهَاجَرُهٗ بِطَيْبَةَ তায়্যিবা হবে তাঁর হিজরতের স্থান। এটাও সবাই জানে যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। ৩. তৃতীয় নাম্বরে ইরশাদ হয়েছে وَ مُلْكُهٗ بِالشَّام অর্থাৎ সিরিয়া হবে তাঁর রাজত্বের স্থান।

এ বিষয়টি স্পষ্টতই অদ্ভুত, কারণ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জাহেরী হায়াতে সিরিয়ার দেশে অমুসলিমদের শাসন ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে অমুসলিমদের শাসন ছিল। অর্থাৎ এমনিতে তো রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, কিন্তু দৃশ্যত দিক দিয়ে ৬৩ বছরের বরকতময় জীবনে সিরিয়া কখনই তাঁর রাজত্বের স্থান ছিল না, তাহলে তাওরাত শরীফে কিভাবে বলা হয়েছে যে, وَ مُلْكُهٗ بِالشَّام (সিরিয়া হবে মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রাজত্বের স্থান?)

আসুন! এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক; ✯ প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাহ্যিক জীবদ্দশায়

মদীনা শরীফেই অবস্থান করেন ✯ তাঁর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুসলমানদের প্রথম খলিফা হন তখনও খেলাফতের রাজধানী মদীনাই ছিল। ✯ এরপর হযরত উসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তৃতীয় খলিফা হন, তখনও খেলাফতের রাজধানী মদীনাই ছিল। ✯ অতঃপর মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চতুর্থ খলিফা, তিনি কুফাকে খেলাফতের রাজধানী করেন, ✯ অতঃপর ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পঞ্চম খলিফা হন তখনও খেলাফতের রাজধানী কুফাই ছিল। ✯ এখানে এসে খেলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছরের সময়কাল পূর্ণ হলো, অতঃপর ইসলামে রাজত্বের সূচনা হয় এবং ইসলামের ইতিহাসে যিনি সর্বপ্রথম বাদশাহ হোন তিনি হলেন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সিরিয়াকে রাজত্বের রাজধানী ঘোষণা করেন, ইসলামের ইতিহাসে এর পূর্বে কখনো সিরিয়া দেশটিকে রাজধানী বানানো হয়নি।

অতএব জানা গেল যে, তাওরাতে যা বলা হয়েছিলো যে, وَ مُلۡکُہٗ بِالشَّام প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রাজত্বের স্থান হবে সিরিয়া দেশ। প্রিয় নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উসিলায় এটি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাজত্বের একটি বর্ণনা, যা তাওরাত শরীফে মুস্তফার গুণাবলীতে নাতে মুস্তফা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

سُبۡحَانَ اللّٰہ! হে আশিকানে সাহাবী ও আহলে বাইত! হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাহাত্ম্য ও মহিমার প্রতি উৎসর্গ হোন, আল্লাহ পাক তাঁর রাজত্বকে প্রিয় নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রাজত্ব হিসেবে ঘোষণা করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ঈমানোদ্দীপক মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! এই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনটি ঈমান উদ্দীপক মাদানী ফুল শেখা যায়!

(১) সাহাবীদের কৃতিত্ব প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কৃতিত্ব

সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কৃতিত্বের আলোচনা শুধু তাঁদের কৃতিত্বের আলোচনা নয়, বরং নাতে মুস্তফাও বটে। দেখুন! হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবী, আল্লাহ পাক তাওরাত শরীফে তাঁর রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিভাবে? তাঁর কথা উল্লেখ করে? না, না, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং এই গুণের দর্পণে পরিণত হয়েছেন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। জানা গেল, আমরা যদি সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মহিমা বর্ণনা করি, তাহলে তা শুধু সাহাবায়ে কিরামের মহিমার বর্ণনা নয়, বরং নাতে মুস্তফার আলোচনাও বটে, ✯ যখন আমরা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহিমা বর্ণনা করি, ✯ হযরত ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহিমা বর্ণনা করি ✯ হযরত উসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহিমা বর্ণনা করি ✯ হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহিমা বর্ণনা করি ✯ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহিমা বর্ণনা করি ✯ যে কোনো সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহিমা বর্ণনা করি, তবে তা সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام মহিমা তো অবশ্যই, এর পাশাপাশি প্রিয় নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রশংসাও বটে, কারণ তাঁরা সবাই যেই গুণেই গুণান্বিত হয়েছেন, যে মর্যাদাই পেয়েছেন তা সবকিছুই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উছিলায় পেয়েছেন।

(২) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন ফানা ফির রাসূল

দ্বিতীয়তঃ এটি বুঝা গেল যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফানাফির রাসূলের সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন যে, দৃশ্যত সিরিয়া দেশকে রাজত্বের রাজধানী হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বানিয়েছিলেন, দৃশ্যত বাদশাহও আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ই ছিলেন, সিংহাসনে তিনিই বসতেন কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন: وَمُلۡکُہٗ بِالشَّام এই সাম্রাজ্য, এই রাজত্ব, যার রাজা প্রকাশ্যে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, এই রাজত্ব প্রকৃতপক্ষে আমীরে মুয়াবিয়ার রাজত্ব নয়, বরং এই রাজত্ব মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রাজত্ব। এটি এমন হয়ে গেল যেভাবে বদর যুদ্ধ উপলক্ষে অমুসলিমদের দিকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন:

وَمَا رَمَیۡتَ اِذۡ رَمَیۡتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ رَمٰی

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে মাহবুব! ঐ মাটি, যা আপনি নিক্ষেপ করেছেন, তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! এটি হলো প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর, রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আর আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন: এই রাজত্ব আমীরে মুয়াবিয়ার নয়, বরং আমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর।

www.dawateislami.net

(৩) কুরআন শরীফ থেকে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনার প্রমাণ

এখান থেকে তৃতীয় যে বিষয়টি আমরা জানতে পারলাম তা হলো, আল্লাহ পাক তাওরাত শরীফে তাঁর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, যাতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রাজত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۲﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দেখে জেনে সত্যকে গোপন করো না।

অর্থাৎ আমি আমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যে প্রশংসা গুলো তাওরাত শরীফে বর্ণনা করেছি সেগুলো গোপন করিও না সেগুলোর আলোচনা করো।

এবার একটু ভেবে দেখুন! আমরা যখন তাওরাতে লিখিত নাতে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করবো, তখন আমরা আন্দোলিত হয়ে বলবো: وَ مُلْكُهٗ بِالشَّام অর্থাৎ আমাদের মুনিবের রাজত্বের স্থান ছিল সিরিয়া, তাহলে একটু বলুন, এটি কার রাজ্যের আলোচনা করা হচ্ছে? কার রাজত্বের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাম্রাজ্যের আলোচনা করা হচ্ছে। سُبۡحٰنَ اللّٰہ!

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ঈমানের মানদণ্ড

হে আশিকানে সাহাবী ও আহলে বাইত! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان হলেন সেই ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্লাহ পাক ঈমানের মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছেন:

فَاِنۡ اٰمَنُوۡا بِمِثۡلِ مَاۤ اٰمَنۡتُمۡ بِهٖ فَقَدِ اهۡتَدَوۡا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়ত পেয়ে যেতো।

তাফসীর নঈমীতে এই আয়াতের টিকায় বর্ণিত হয়েছে: অর্থাৎ হে সাহাবায়ে কিরাম! কেয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি তোমাদের মত ঈমান আনবে অর্থাৎ আমার, আমার রাসূলগণের, আমার কিতাবসমূহের প্রতি এমন ভাবে ঈমান আনবে, যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছো, তবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, আর যদি সে সবকিছু বিশ্বাস করে কিন্তু তোমাদের মত বিশ্বাস না করে, তবে সে পথভ্রষ্ট, হে সাহাবীগণ! তোমরা হলে সকল জ্বীন ও মানুষের ঈমানের মানদণ্ড। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭, ১/৭৭৫)**

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ ভেবে দেখুন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যারা আমাদের ঈমানের মাপকাঠি, যাদেরকে দেখে, যাদের জীবনী পড়ে, যাদের নিয়মনীতি জেনে আমাদেরকে আমাদের ঈমান মজবুত করতে হবে, তাদের কল্যাণকর আলোচনা কি করা হবে না? لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মূর্খতা থেকে হেফাজত করুন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তো নবীগণের পর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তাঁদের আলোচনাও করতে হবে, তাঁদের কল্যাণকর আলোচনাও করা হবে, তাঁদের নামে মসজিদও নির্মিত হবে, তাঁদের দিবসগুলোও পালিত হবে এবং اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তাঁদের স্লোগানও দেয়া হবে, আজ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর আলোচনা বন্ধ হয়নি, কিয়ামত পর্যন্তও এই আলোচনা বন্ধ হবে না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হে আশিকানে রাসূল! ✯ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন সর্বপ্রথম ইসলামী বাদশাহ অর্থাৎ ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম বাদশাহ ✯ মক্কা শরীফের বিখ্যাত সর্দার হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সন্তান ✯ তাঁর নাম মুয়াবিয়া ✯ উপনাম আবু আব্দুর রহমান এবং ✯ নাসিরুদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীনের সাহায্যকারী), নাসিরুল হক (অর্থাৎ সত্যের সাহায্যকারী) হলো তার উপাধি। ✯ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নবুওয়াত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। ✯ তিনি দীর্ঘ আকৃতির ছিলেন ✯ রঙ ছিল সাদা এবং অত্যন্ত সুন্দর ✯ তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রভাবশালী ✯ মাথা এবং দাঁড়িতে মেহেদি লাগাতেন ✯ অত্যন্ত সহনশীল, গম্ভীর্যময়, সম্পদশালি, লোকদের সর্দার, দয়াশীল এবং ন্যায়পরায়ন ছিলেন ✯ আল্লামা হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ দীয়ার বাকরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রভাবশালী, দূরদর্শী, সাহসী, উদার ও ধৈর্যশীল বাদশাহ ছিলেন। ✯ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন অর্থাৎ তিনি ৬ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। **(ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, পৃষ্ঠা ১৫-১৬-১৭-২৫)**

জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام সালাম জানালেন

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অন্যতম বিশ্বস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যাদেরকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কুরআন শরীফ লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম একজন হলেন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত:

www.dawateislami.net

একদিন হযরত জিবরাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام প্রিয় নবীর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুয়াবিয়াকে আমার সালাম বলবেন, তিনি আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআন শরীফের এবং ওহীর আমানতদার।

সকল মুসলমানের মামাজান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতী সাহাবী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এটিও একটি সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যে, তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সহধর্মিনী অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের আম্মাজান হযরত উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আপন ভাই ছিলেন। এজন্য ওলামায়ে কিরাম হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে মুসলমানদের মামা বলেছেন।

আল্লাহ ও রাসূল মুয়াবিয়াকে ভালোবাসেন

ইবনে আসাকীরে বর্ণিত রয়েছে: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে এলেন, তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও সেখানে ছিলেন এবং তাঁর প্রিয় বোন অর্থাৎ উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। ভাই বোনের এই চমৎকার ভালোবাসা দেখে আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে উম্মে হাবীবা! তুমি কি মুয়াবিয়াকে ভালবাসো? আরয করলেন: ইনি আমার ভাই, তাকে কেন ভালবাসবো না? জান্নাতের মালিক প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ এবং রাসূলও মুয়াবিয়াকে ভালোবাসেন। **(ইবনে আসাকীর, ৫৯/৮৯)**

তিনবার জান্নাতের সুসংবাদ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; অদৃশ্যের জ্ঞানী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে। তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন, দ্বিতীয় দিন পুনরায় এরূপ ইরশাদ করলেন: এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, সেদিনও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন, তৃতীয় দিন পুনরায় ইরশাদ করলেন: এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে। তৃতীয় দিনও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন। **(মুসনাদুল ফেরদৌস, ৫/৪৮২, হাদীস ৮৮৩০)**

আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন হাদী ও মাহদী

তিরমিযী শরীফে রয়েছে; হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষে এরূপ দোয়া করেছেন: اَللّٰھُمَّ اجۡعَلۡہُ ھَادِیًا مَّھۡدِیًّا وَاھۡدِ بِہٖ হে আল্লাহ পাক! মুয়াবিয়াকে হাদী অর্থাৎ অপরকে হাদী (অর্থাৎ অপরকে হেদায়েত প্রদানকারী) বানাও, হেদায়েত প্রাপ্তও বানাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত দান করো। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৮৬৬, হাদীস ৩৮৪৬)**

দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ব্যাখ্যা

হে আশিকানে রাসূল! এই ঈমান উদ্দীপক দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم টি বোঝা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হলেন مُسۡتَجَابُ الدَّعۡوات, অর্থাৎ যার দোয়া

কবুল হয়, বরং ✯ তাঁর মহিমা তো এই যে, যদি আকাশের দিকে তাকান, তাহলে আল্লাহ পাক কিবলা পরিবর্তন করে দেন।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহিমা এই যে, ✯ তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আঙ্গুল তুললে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায় ✯ হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইশারা করলে আল্লাহ পাক অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদয় করে দেন ✯ একটু ভাবুন! যে আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশারার এত মূল্যায়ন করেন, সেই আল্লাহ পাক তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুখ থেকে বের হওয়া দোয়ার কতটুকু মূল্যায়ন করবেন...!

হেদায়েতের ব্যাপারে মানুষ তিন প্রকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, এখন দেখুন! তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য কত সুন্দর দোয়া করেছেন: اَللّٰھُمَّ اجۡعَلۡہُ ھَادِیًا مَّھۡدِیًا হে আল্লাহ পাক! মুয়াবিয়াকে হাদীও বানিয়ে দাও, মাহদীও বানিয়ে দাও (অর্থাৎ তিনি নিজেও হেদায়তপ্রাপ্ত হবেন, অপরকেও হেদায়েত প্রদান করবেন)।

ওলামায়ে কিরাম বলেন: মানুষের মধ্যে তিন প্রকার লোক আছে: ১. কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নিজেরা হেদায়েতপ্রাপ্ত কিন্তু অন্যকে হেদায়েত দেয় না, এমন কত বেনামী নেক বান্দা রয়েছেন যারা সৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে, গুহায় ইবাদতে রত রয়েছে, তারা নিজেরা হেদায়েতপ্রাপ্ত কিন্তু অন্যকে হেদায়েত করে না। ২. কিছু লোক এমন রয়েছে যারা অন্যদের হেদায়েত করে নেকীর দাওয়াত দেয়, বয়ান করে, দরস দেয়, ভাল কথা বলে, কিন্তু তারা নিজেরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়না,

তারা নিজেরাই গুনাহ করে। ৩. তৃতীয় প্রকারের লোক হলো তারা যারা নিজেরাও হেদায়েতপ্রাপ্ত অন্যদেরকেও হেদায়েত করে। এরাই হলো সর্বোত্তম লোক, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে এই দোয়াটিই করেছিলেন যে, হে আল্লাহ পাক! মুয়াবিয়াকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখো! তাঁকে হেদায়েতপ্রাপ্তও বানাও এবং হেদায়েতকারীও বানাও। **(ফাযায়িলে মুয়াবিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা)**

হাদী ও হেদায়ত প্রাপ্তদের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জানতে পারলাম যে, যেই ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং অপরকে হেদায়েত করে, সে অন্য দুই ধরনের লোকের চেয়ে উত্তম, কিন্তু এ বান্দার নিজের অবস্থা কী? শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এই ব্যক্তি (যে নিজে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং অন্যকে হেদায়েত করে) সে আল্লাহ পাকের মারেফত লাভকারী ✯ তাঁরা সেই ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর আয়াতসমূহের জ্ঞানী বানিয়েছেন। ✯ তাঁর অন্তরে দুর্লভ জ্ঞানের মুক্তা স্থাপন করা হয়েছে ✯ তাঁরা প্রিয়ভাজন বান্দা ✯ তাঁরা মকবুল বান্দা ✯ আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন ✯ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নিজের সান্নিধ্য উন্নতি দান করেছেন ✯ জ্ঞানের জন্য তাঁদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ✯ তাঁকে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, ✯ আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী ✯ তাঁরা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام সত্যিকারের প্রতিনিধি। **(শরহে ফুতুহুল গাইব, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! একটু ভাবুন, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য কয়েকটি বাক্য সম্বলিত দোয়া

করেছিলেন এবং এই চারটি শব্দে কেমন কেমন ফযীলত চেয়ে নিয়েছেন...! سُبۡحٰنَ اللّٰہ

দোয়ায়ে মুস্তফা সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক পয়েন্ট

হে আশিকানে রাসূল! এই দোয়ায়ে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে আরেকটি ঈমান উদ্দীপক পয়েন্ট রয়েছে, যা বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনে হাজর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ। আসুন! এই বিষয়টা একটু সহজভাবে বুঝে নিই।

মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে এই দোয়াটিই কেন করলেন? অন্য কোন দোয়া কেন করেননি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্যও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করেছিলেন: اَللّٰھُمَّ عَلِّمۡہُ الۡکِتَابَ মাওলা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে কুরআনের জ্ঞান দান করো। অনুরূপভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان জন্যও বিভিন্ন দোয়া করেছেন। সর্বোপরি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য এই দোয়াটিই কেন করলেন যে, আল্লাহ! মুয়াবিয়াকে হেদায়েতপ্রাপ্তও বানাও এবং হেদায়েত প্রদানকারীও বানাও।

এ প্রশ্নের উত্তর আল্লামা ইবনে হাজার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দিয়েছেন, কী চমৎকার বিষয়! তিনি বলেন: এমন দোয়া যা দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমন দোয়া কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই করতে পারেন, যাঁর সম্পর্কে তিনি জানেন যে, এই বান্দা এই মর্যাদার উপযুক্ত এবং এই মর্যাদার যোগ্যতাও রাখে।

(ফাযায়িলে মুয়াবিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা)

উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এমন মহিমা দান করেছেন যে, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধু বাহ্যিক অবস্থাই দেখেন না বরং অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিও অবলোকন করেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সামনের ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে দোয়া করতেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কেও যখন দোয়া করেছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর পরিপক্ক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর যোগ্যতা যাচাই করে নিয়েছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হেদায়েত প্রদানকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন এবং মাহদী হওয়ার যোগ্যতাও রাখেন, অতএব তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: اَللّٰھُمَّ اجۡعَلۡہُ ھَادِیًا مَّھۡدِیًّا (হে আল্লাহ! মুয়াবিয়াকে হেদায়েত প্রদানকারীও বানাও, হেদায়েতপ্রাপ্তও বানাও)।

যেন এ দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم টি নিছক একটি দোয়া নয়, এক অর্থে এটি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একটি অভিমত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই বিষয়ের যোগ্য ছিলেন যে, তিনি হেদায়েতপ্রাপ্ত হবেন ও হেদায়েত প্রদানকারীও হবেন।

একটু ভেবে দেখুন! যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই অভিমত হয় যে, তিনি হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ারও যোগ্যতা রাখেন, হেদায়েত প্রদান করারও যোগ্যতা রাখেন, তাহলে বলুন! আমরা গোলামদের সেই ব্যক্তির সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত? নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই হওয়া উচিত যে, যাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাদী ও মাহদী হওয়ার দোয়া করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে হাদী এবং মাহাদীও বটে।

আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুটি উচ্চ গুণাবলী

একটি দীর্ঘ হাদীসে পাক রয়েছে, যাতে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস শরীফে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বয়ান করতে গিয়ে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: وَ مُعَاوِیَۃُ بۡنُ اَبِیۡ سُفۡیَان اَحۡلَمُ اُمَّتِیۡ وَ اَجۡوَدُھَا আর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহিষ্ণু এবং সর্বাধিক দানশীল।

(বাগিয়াতুল বাহিস, ১/৮৯৩, হাদীস ৯৬৫)

হে আশিকানে রাসূল! এটিও অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক হাদীসে পাক! প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দৃশ্যত হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শুধুমাত্র দু'টি গুণাবলীর কথা উল্লেখ ইরশাদ করেছেন, কিন্তু বাস্তবে এটি শুধু দু'টি গুণাবলী নয়, বরং আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গুণাবলীর সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ওলামায়ে কিরাম বলেন: আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এ দু'টি গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর! সহিষ্ণুতা ও দানশীলতা এ দুটো এমন গুণাবলী যে, যার মধ্যে এসব গুণাবলী পাওয়া যায়, সে সকল আভ্যন্তরীণ রোগ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যেই বান্দার অন্তরে সামান্যতম অহংকার থাকে সে মোটেও সহিষ্ণু হতে পারে না (অর্থাৎ যার মধ্যে সামান্যতম অহংকার থাকে তার পক্ষে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন আর যে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে সহিষ্ণু নয়। অতএব যে ব্যক্তি অহংকার থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ থাকে) এবং ক্রোধের বিপর্যয়

থেকে রক্ষা পায়, তখন সে সমস্ত অভ্যন্তরীণ মন্দ থেকে রক্ষা পায় এবং যে ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ মন্দগুলি থেকে বিরত থাকে, সে সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

একই ভাবে দানশীলতা (অর্থাৎ অনেক বেশি দানশীলতা) সম্পর্কে চিন্তা করুন! প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُبُّ الدُّنۡیَا رَاۡسُ کُلِّ خَطِیۡئَۃٍ দুনিয়ার ভালোবাসাই সকল অনিষ্টের মূল। জানা গেল; আল্লাহ পাক যে বান্দাকে পার্থিব মোহ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে দানশীলতার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, এটি এই বিষয়ের নিদর্শন যে, ঐ বান্দার অন্তরে বিন্দুমাত্র হিংসা নেই এবং বান্দা নশ্বর জগতের অন্বেষণ করে না, বরং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কল্যাণের প্রতি মনোযোগ দেয়। **(ফাযাইলে মুয়াবিয়া, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪)**

এখন দেখুন! প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مُعَاوِیَۃُ بۡنُ اَبِیۡ سُفۡیَانَ اَحۡلَمُ اُمَّتِیۡ وَاَجۡوَدُھَا এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণু ও দানশীল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ✯ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ক্রোধের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ✯ তিনি অহংকার থেকে পবিত্র ✯ তিনি পার্থিব মোহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ✯ কেবল আখেরাতের প্রত্যাশী ✯ তিনি হিংসা ও অভ্যন্তরীণ সকল রোগ থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন এবং সকল অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও আহলে বাইতের ভালোবাসা

ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসা

হযরত ইবনে বুরাইদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট এলেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: আজ আমি আপনাকে এমন উপহার প্রদান করব, যা কেউ কখনো কাউকে দেয়নি। অতঃপর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চার লাখ দিরহাম উপস্থাপন করেন। **(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩০৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমাদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উদ্ধৃত করেন: একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট ৪০ কোটি টাকা উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করেন। যখন হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিকট আসতেন, তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে তাঁর জায়গায় বসাতেন, নিজে তাঁর সামনে হাত বেধে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কেউ জিজ্ঞেস করলো: আপনি এমনটি কেন করেন? তদুত্তরে তিনি বলেন: হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিচ্ছবি, আমি এই প্রতিচ্ছবির সম্মান করছি।

(মিরআতুল মানাযিহ, ৮/৪৬১)

www.dawateislami.net

হাসনাইন কারীমাইনকে স্বাগত জানানোর চমৎকার ধরন

হযরত মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: যখনই ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অথবা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাক্ষাৎ হতো, তখন তাঁদেরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বলতেন: مَرۡحَبًا وَّ اَهۡلًا بِابۡنِ رَسُوۡلِ اللهِ অর্থাৎ স্বাগতম! অভিনন্দন হে শাহজাদায়ে মুস্তফা। **(ত্ববকাতে ইবনে সাদ, ৬/৪০৯)**

আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওফাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতী সাহাবী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৭৮ বছর এই দুনিয়ায় অবস্থান করে অবশেষে ৬০ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জাব মাসের বরকতময় মাসে বৃহস্পতিবার ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মাযার শরীফ দামেস্কের বাবুস সগীরে অবস্থিত, তার মাযারের চারপাশে একটি আলীশান ভবন নির্মিত হয়েছে, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মাযারটি খোলা হয় এবং সর্বসাধারণ মাযারে হাজিরীর সৌভাগ্য লাভ করে। **(ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, পৃষ্ঠা ২৪৬)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল সাহাবা ও আহলে বাইতের আদবকারী বানাও, সাহাবা ও আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن এর প্রতি অশেষ ভালোবাসা নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪ নম্বর নেক আমলের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইবাদতের আনন্দ উপভোগ করার জন্য, নেক কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং নেককারদের সান্নিধ্য লাভের

জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন, এর বরকতে নেকীর উপর অবিচলতা এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করা। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" এর একটি হচ্ছে যে, আপনি কি আজ রাতে সূরা মুলক তিলাওয়াত করেছেন বা শুনেছেন? সূরা মুলক তিলাওয়াতের ফযীলত হলো, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে একবার সূরা মুলক তিলাওয়াত করবে, সে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মীমাংসা করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন মীমাংসা করার মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✸ মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করানো আল্লাহর সুন্নাত। **(ফয়সালা করনে কে মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা ৩১)** ✸ হাদীস শরীফে রয়েছে: সৃষ্টির মধ্যে মীমাংসা স্থাপন করো কারণ আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করাবেন। ✸ মুসলমানদের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং মীমাংসা করানো প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও বটে। **(সীরাতুল জিনান, ২/১৯)** ✸ যেমনটি আমাদের শাফায়াতকারী প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আউস ও খাযরায গোত্রের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেন। **(দুররে মনসুর, আলে ইমরান, ১০০ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/২৭৯)** ✸ মিথ্যা বলে দুজন পুরুষ অথবা পুরুষ ও মহিলার মাঝে মীমাংসা করানো জায়িয। **(জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল, ২/৭১৩)** যেমনটি সুতরাং হাদীস শরীফে রয়েছে: মিথ্যা

কখনোই ঠিক নয় তবে তিনটি স্থান ব্যতীত: ১. স্বামীর তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বলা, ২. ঝগড়ায় মিথ্যা বলা এবং ৩. মানুষের মধ্যে মীমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা বলা । **(তিরমিযী, হাদীস ১৯৪৫, ১/৩৭৭)** ✹ তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয অর্থাৎ তখন গুনাহ নয়। (১) যখন অত্যাচারী অত্যাচার করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য জায়িয। (২) দুজন মুসলমানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করাতে চাইলে, যেমন একজনকে এটা বলা যে, সে তোমাকে ভালো মনে করে, তোমার প্রশংসা করে অথবা সে তোমাকে সালাম পাঠিয়েছে এবং অপরের কাছেও এরকম কথা বলা, যাতে উভয়ের শত্রুতা দূর হয়ে যায় এবং মীমাংসা হয়ে যায়। (৩) স্বামীর তাঁর স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬/৫১৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘোষণা:

মীমাংসা করানোর অবশিষ্ট মাদানী ফুল শেখা শেখানোর হালকায় বয়ান করা হবে অতএব সেগুলো জানতে শেখা শেখানোর হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ২৩ জানুয়ারী ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

মীমাংসা করানোর অবশিষ্ট মাদানী ফুল

✸ যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করাবে আল্লাহ পাক তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব দান করবেন এবং তার পূর্ববর্তী সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, নাম্বার ৯, ৩/৩২১)** ✸ সর্বোত্তম সদকা হলো অসন্তুষ্ট লোকদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেয়া। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩২১)** ✸ উত্তম চরিত্র এবং উত্তম আমলের মধ্যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করানোও অন্তর্ভুক্ত। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/১২৬৬)** প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করানো জায়িয, তবে সেই মীমাংসা (জায়িয নয়) যা হারামকে হালাল করে দেয় অথবা হালালকে হারাম করে দেয়। **(আবু দাউদ, ৩/৪২৫, হাদীস ৩৫৯৪)** যেমন; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এভাবে মীমাংসা করানো যে, স্বামী যেন সেই মহিলার সতীনের কাছে না যায় অথবা ঋণগ্রস্ত মুসলমান এতটুকু পরিমাণ মদ ও সুদ তার অমুসলিম ঋণদাতাকে দেওয়া। প্রথম ক্ষেত্রে হালালকে হারাম করা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হারামকে হালাল করা হয়েছে, এই ধরনের মীমাংসা করানো হারাম, যা ভঙ্গ করা ওয়াজিব। **(মিরআতুল মানাযিহ, ৪/৩০৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জ্বলে কিংবা পুড়ে গেলে পাঠ করার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী জ্বলে কিংবা পুড়ে গেলে পাঠ করার দোয়া মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ ط اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِیْ لَا شَافِیْ اِلَّا اَنْتَ۔

অনুবাদ: হে সমস্ত মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দাও, সুস্থতা দান করো, একমাত্র তুমিই আরোগ্য দানকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্য দানকারী নাই। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ

www.dawateislami.net

ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে

কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে

আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِيۡن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد